২৫ -০৩- ১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা — স্মরণে - মননে সুখ অনুভব করো, বাবার স্মরণ করো তাহলেই দেহের কষ্ট - ক্লেশ মিটে যাবে । তোমরা নিরোগী হয়ে যাবে ।"

প্রশ্ন :- এই সময়ে বাচ্চারা তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত আছ, তাই জীত বা হারের আধার কি হতে পারে ?

উত্তর :- শ্রীমতে চললে জীত হবে, নিজের মতে অথবা অন্যের মতে চললে হার হবে । একদিকে রাবণ মত অনুসারী আর একদিকে রাম মত অনুসারী । বাবা বলেন - বাচ্চারা, রাবণ তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে । এখন তোমরা আমার সাথে বুদ্ধিযোগ স্থাপন করো, তাহলে বিশ্বের অধীশ্বর হয়ে যাবে । যদি কারণে অকারণে নিজের মতে চলো অথবা কোনো বাক-বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ো বা পড়াশোনা ছেড়ে দাও, তাহলে মায়া তোমাদের মুখ ঘুরিয়ে দেবে । এই জন্য তোমাদের খুব খুব সাবধানে থাকতে হবে ।

গান - দেখো প্রভু তোমার সংসারের এ কী হাল....

ওঁম শান্তি । মানুষকে কত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় । এতো তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চার তারা তা জানোই । এই মানুষই কত উন্নত থেকে উন্নততর হতে পারে , আবার এই মানুষই কত নিম্ন থেকে নিম্নস্তরের হয়ে যায় । মানুষ সত্যযুগী সতোপ্রধান হয়ে বিশ্বের মালিক হতে পারে, আবার এই মানুষই তমোপ্রধান হয়ে মূল্যহীন কানা কড়ি(worth not a penny) হয়ে যায় । এই সব কিছু তোমরা জেনেছ বাবার দ্বারা । একজনই পতিত পাবন সদগতি দাতা আছেন । উনিই পবিত্র বানান । রাবণ আবার পতিত বানিয়ে দেয় । তারপর আবার পরমপিতা পরমাত্মা এসে উচ্চ বা মহৎ বানিয়ে দেন । তবেই তো বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের মতি গতি একদমই স্বতন্ত্র বা আলাদা (ন্যারা) । ওঁনার মহিমাও সবার থেকে আলাদা (ন্যারা) । বাবার মহিমা সীমাহীন। কেননা ওঁনার মতন "মত" আর কারোর হয় না । ওঁনাকে বলা হয় শ্রীমত ভগবদ। "মত" সবারই তো হয় । ব্যারিষ্টারের মত, সার্জনের মত, ধোপার মত, সন্ন্যাসীদের মত, উদাসীদের ইত্যাদিদের মত । তা সত্বেও গাওয়া হয়.. ঈশ্বর তোমার মতি গতি সবার থেকে স্বতন্ত্র (ন্যারা)। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন উচ্চ হতেও উচ্চ, সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম । এটা কোনো মানুষ বা দেবতার "মত"নয় । তোমাদের মধ্যে যারা পাক্কা নিশ্চয়বুদ্ধির হয় তারা এই সমস্ত বুঝতে পারবে আর অন্যদেরকে বোঝাতে পারবে । তারা জানে যে বাবার শ্রীমত দ্বারা আমরা কত শ্রেষ্ঠ হয়ে যাই । বাবা হলেন স্নেহময় (love full), শান্তিময় (peace full)। বাবা প্রত্যেক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, তাই তো তোমাদেরকে বাবার থেকে পূর্ণ বর্সা(অধিকার) নিতে হবে । পূর্ণ বর্সার (অধিকার) অর্থ কী ? নম্বরওয়ান বিশ্বের মালিক হওয়া । অন্ততপক্ষে সূর্যবংশী মালাতে গাঁথা যেন হয়ে যায় । আমরাই পূজ্য ছিলাম তারপর আবার আমরাই পূজারী হয়েছি । সমগ্র দুনিয়া ওঁনার স্মরণের মাালা জপ করে । স্মরণকারীরা নিশ্চিত ভাবে স্মরণ করে । কিন্তু স্মরণের অর্থ কিছু জানে না । বলা হয় স্মরণে মননে সুখ পাও অর্থাৎ একজনকেই স্মরণ করতে হবে , তাহলে এই সব লোকেরা সবাইকে স্মরণ করে কেন ? বাবা বলেন সবাইকে স্মরণ কোরো না, কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো । আমি" বাবাকে " খুব স্মরণ করো,

তাহলেই স্মরণ করতে করতে আমার কাছে পৌঁছে যাবে । আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে গৃহস্থ সংসারে থেকেও কেবলমাত্র আমাকে "বাবাকে" স্মরণ করো । কত সহজ উপায় । বলা হয় স্মরণে মননে সুখানুভূতি হয় অর্থাৎ জীবনমুক্তির পদ প্রাপ্ত হবে । কষ্ট ক্লেশ সব কিছু দেহ থেকে মিটে যাবে । ওখানে তোমাদের শরীরে কোনো রোগ থাকবে না । এখন বাবা তোমাদের সম্মুখে সব শোনাচ্ছেন, তোমরা শুনে অপরকে শুনিয়ে দাও। সব থেকে ভালো ভাবে টেপ রেকর্ডার থেকে শোনা যায় । কিছু বাদ যায় না । কিন্তু এক্সপ্রেশন(হাব ভাব) কিছু দেখা যায় না । বুদ্ধি দিয়ে কল্পনা করতে হবে যে, বাবা এই- এই ভাবে বুঝিয়ে দেন । এই টেপ রেকর্ডার তো সম্পদের খনি । মানুষ তো শাস্ত্র দান করে থাকে । গীতা ছাপিয়ে দান করে । এই টেপ রেকর্ডার কত ওয়ান্ডারফুল জিনিস । একটু নমনীয় হয় তাই সাবধানে ব্যবহার করতে হয় । এটা হল একাধারে হাসপাতাল আর বিশ্ব বিদ্যালয় । সবাইকে স্বাস্থ্য, সম্পদ ইত্যাদির বর্সা(অধিকার) দিতে পারে । *মুরলী থেকেই সব পাওয়া যায় ।* কিন্তু মায়া তো এমন মোহিনী হয় যে সব কিছু ভুলিয়ে দেয় । হয় রাবণ মোহিত করে দেয় অথবা রাম মোহিত করে দেন । রাম একবার মোহিত করে, রাবণ তো অর্ধ কল্প ধরে টেনে টেনে নিয়ে একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দূষিত করে দেয় । এখানে প্রত্যেকটা জিনিস তমোপ্রধান হয়ে গেছে । পাঁচ তত্বও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সত্যযুগে এই পাঁচ তত্ব সতোপ্রধান হয়ে যাবে । কত বৃহৎ ও মহৎ উপার্জন (আমদানি) । কিন্তু গ্রহণ করে ক'জন ! কোটিতে কয়েক জন । বাঁদর বুদ্ধিকে মন্দির বুদ্ধি বানাতে কত মেহনত করতে হয় । সমস্ত দুনিয়া বেশ্যালয় হয়ে গেছে । তারপর আবার আমি এসে শিবালয় বানাই । ভারত তো শিবালয় ছিল, বর্তমানে রাবণ বেশ্যালয়ে পরিণত করেছে । এই সব অর্ধেক অর্ধেক সময়ের জন্য হয় । বাবা বলছেন যে - "বাচ্চারা খুব সার্ভিস(সেবা) করো" । ওরা তো বলার জন্য বলে দেয় যে, পতিত পাবন এসো। কিন্তু কিছুই জানে না । অনেক মত মতান্তর আছে। ভগবান স্বয়ং বলেন যে এ হল ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া । মানুষ ভ্রষ্টাচারী হয় বিষের (বিকারের) কারণে । কাম হল সবথেকে মহাশত্রু। ওখানে এই বিকার হয়ই না । এই ভারত পরম পরমপ্রিয় বাবার জন্মস্থান । রাবণ, যে হল শত্রু তাকে জ্বালায় । যেমন দেবীদের চিত্র বানিয়ে পূজো করা হয় , তারপর বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয় । এ সব হল অন্ধশ্রদ্ধা । পাদরীরাও এমন সব কথা শুনিয়ে অনেককে কনভার্ট করে দেন । এই সবই ড্রামার ভবিতব্য । কিন্তু তারা অনেক মেহনত করেন । এই সময় পুরো দুনিয়া রাবণ রাজ্য হয়ে গেছে । এই সময়ে সবাই রাবণের ছিঃ ছিঃ মতে চলছে । যিনি পরমপিতা পরমাত্মা পতিত পাবন, তাঁরই মহিমা সবথেকে বেশী, কিন্তু তাঁকেই সর্বব্যাপী বলা হয়েছে । মানুষের আর কোনো শত্রু নেই । মায়ার দ্বারা মানুষ সবথেকে বেশি পীড়িত । ওদের তো একমাত্র বাবা এসে মুক্ত করেন, অন্য আর কেউ মুক্ত করতে পারবে না । প্রভু তোমার শরণে আছি , আমার মান রক্ষা করো প্রভু... এমন গান আছে । এখন তোমাদের রাবণের থেকে রক্ষা করেন । রাবণ তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে । বাবা বলেন একরকম, আর রাবণ নিয়ে যায় অন্যদিকে । বাবা বলেন - "আমার মতে চলো"। কিন্তু রাবণ সব ভুলিয়ে দেয় । বাবা আসেন বিশ্বের মালিক বানাতে । অনেকে রক্ত দিয়েও লিখে দেয়, তাসত্বেও মায়া এমন যে তোমাদের ভুলিয়ে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় । এ সব হল বুদ্ধির ব্যপার । বাবা বলেন যে," বাচ্চারা এবার ফিরতে হবে। এইজন্য আমাকে স্মরণ করো, তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে"।

বাবা বলেন — *"বাচ্চারা, শ্রীমতকে কখনো ভুলো না"* । কিন্তু কারণে অকারণে নিজের মতে চলে অথবা কারো সাথে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে বাবাকে ছেড়ে দেয় । এটাকে বলা হয় যুদ্ধক্ষেত্র । একদিকে রাবণের মত অনুসারী । আর একদিকে রামের মত অনুসারী । আরে ! তোমরা ভগবানের থেকে বর্সা (অধিকার) নাও না ! এতজন সব নিচ্ছে, এরা কি মূর্খ ! তোমরাও ভগবানের সন্তান, তোমরাও বর্সা(অধিকার) নিয়ে নাও । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন । এমনও না যে বিষ্ণুর দ্বারা দেবতার রচনা করা হয় । ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর রচনা করা হয় । বলা হয় যে সব একদম ঠিকঠাক আছে । বিষ্ণুর রাজধানীতে আমরা রাজ্যত্ব নেবো । এখানে এসে বসে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় । কারণে অকারণে মতভেদের সৃষ্টি হয় । কেউ বন্ধনে জড়িত হয়ে যায় অথবা কেউ কিছু বললে তখন বাবাকে ভুলে যায়। এই ভাবে হারিয়ে যায় । দেখো তো কত বি. কেরা আছে, পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বর্সা(উত্তরাধিকার) নিচ্ছে। খুব ভালো ভাবে পড়াশোনা করে কিন্তু যেই বাইরে যায় সব ভুলে যায় । মায়া ভ্রষ্ট বুদ্ধির বানিয়ে দেয়। কত পরিশ্রম করা হয় এই সব বোঝাবার জন্য । বাচ্চারা মাঝে মাঝেই কাজ কারবার থেকে ছুটি নিয়ে সার্ভিস করতে যায় । সকলের ওপর দয়া করতে চায়, কেননা এদের মতন দুঃখী আর মূল্যহীন কানা কড়ি তুল্য কেউ নেই । সবারই ধন দৌলত সব কিছু একদিন মাটিতে মিশে যাবে। বাকি থাকবে কেবল তোমাদের সত্যকারের উপার্জন, যা তোমরা হাত ভর্তি করে নিয়ে যাবে । বাকিরা সবাই হাত শূন্য করে যাবে । এটা তো সবাই জানে যে বিনাশ নিশ্চয়ই হবেই । সবাই বলে যে এটা সেই মহাভারতের মহাযুদ্ধের সময়, সবাইকে কাল গ্রাস করে নেবে । কিন্তু কি ভাবে হবে সেসব কেউ বুঝতে পারে না । বাবা স্বয়ং বলেন যে, "আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । আমাকেই কাল, মহাকাল বলা হয় । মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এই জন্য এখন তোমরা আমার মতে চলো আর উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে সচেষ্ট হও" । জীবন মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট পদ আছে । মুক্তির জন্য তো সব ধর্মের স্থাপকেরা বসে আছেন । ওরা যখন আসবে তখন প্রথমে সতোপ্রধান হবে তারপর আবার এক এক করে সতো, রজো, তমোতে আসবে । উচ্চ আর নিম্ন, ভিখারী আর রাজকুমার । ভারত এখন সবথেকে নীচ, পতিত হয়ে গেছে । আগামীতে আবার পবিত্র প্রিন্স হয়ে যাবে । দেবী দেবতার ধর্ম অনেক সুখ প্রদান করে । এতো সুখ অন্য কোনো ধর্ম দিতে পারে না । "বাচ্চারা তোমরা সত্যযুগের মালিক ছিলে, এখন নরকের মালিক হয়েছে, তারপর আবার তোমরা প্রথম জন্ম সত্যযুগেই নেবে। কেউই "হম সো" অর্থাৎ"আমিই সে"- এর অর্থ বুঝতে পারে না । আমরা জীব আত্মা এই সময় ব্রাহ্মণ হয়েছি, এর আগে শুদ্র ছিলাম । কালকে আমরা সেই দেবতা হব, তারপর ক্ষত্রিয় হব । তারপর বৈশ্য, শুদ্র সাম্রাজ্যে আসবে । এখন হল আমাদের আরোহী কলা (চড়তি কলা)। তোমাদের সত্যযুগে এই জ্ঞান আর থাকবে না যে, এর পূর্বে আমরা অবরোহী কলায় (উতরতী কলা) ছিলাম । বাবা আমাদের আরোহী কলায় নিয়ে যান । কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে এই জ্ঞান স্থিত হয় না। কেননা তারা বুদ্ধিযোগে আমার সাথে থাকে না, সেইজন্য সত্যযুগী (golden aged) পাত্র বা আধার তৈরীই হয় না ।

বাবা বলেন — "কেবল বাবা - বাবা মুখে বলতে হবে না। বাবাকে অন্তর থেকে স্মরণ করতে হবে। তাতে যেমন অন্তিম সময়ে যথা মতি তথা গতি প্রাপ্ত হবে । দেহ বোধ ছেড়ে নিজেকে আত্মা ভাবো । যতই নিজেকে আত্মা ভাববে, বাবাকে স্মরণ করবে ততই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই । ভগবানুবাচ — "তোমাদের সবাইকে বোঝাতে

হবে যে - এই যে তোমরা যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি করো - এই সবের দ্বারা আমাকে পাবে না" । এখন তোমরা একদম পতিত হয়ে গেছ। একজনও আমার কাছে আসেনি । নাটকে একদম অন্তিম পর্যন্ত সবাইকে থাকতে হবে । নাটক সম্পূর্ণ হলে সবাইকে ফেরত যেতে হবে । আত্মাদের বৃদ্ধি হতে থাকে । মাঝপথ থেকে বেরোনো যায় না । যারা স্থাপনা করেন তারাই এখানে বসে আছেন। ৮৪ জন্ম নিতে হবে । ঝাড়কে জর্জরিভূত অবস্থায় আসতে হবে । বোঝবার জন্য এ সব খুবই ভালো বিষয় । খুবই সাবধানে থাকতে হবে, মায়া যেন ঠকাতে না পারে । নিজের মুখ ওপরের দিকে করে রাখতে হবে , খুশী মনে যেতে হবে । (মৃতদেহের মুখ ঘোরানো থাকে) বাবা বলেন *"নিজের মুখ স্বর্গের দিকে রাখবে, আর পা নরকের দিকে"* । এই জন্যই কৃষ্ণের এমন চিত্র বানানো হয়েছে । শ্যাম সুন্দর হয়েছেন । তোমরাও নম্বর ওয়ান গৌরবর্ণের হও, তবেই তো বলা হয় মানুষ থেকে দেবতা হয়েছে..... অর্থাৎ কলিযুগকে সত্যযুগ বানানো, এগুলো সব বাবার কাজ। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমরা শ্রীমত অনুসরণ করে বিশ্বে রাজ্য স্থাপন করো, তারপর সেখানে থেকে রাজ্যত্ব করবে । এরজন্য যজ্ঞ,তপ ইত্যাদি করার প্রয়োজন হয় না । বাবা ব্রহ্মার দ্বারা মত দেন যে "আমাকে স্মরণ করো ।" এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । ওখানে যা পদ চাই তাই নিয়ে নিতে পার । যেমন এই যে মাম্মা এখন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী হয়েছেন, তারপর রাজ রাজেশ্বরী হবেন । এই জ্ঞানটাই হল রাজযোগের । তাহলে এমন কলেজে কত ভালো ভাবে পড়াশোনা করা উচিত । বাবা বলছেন যে *আজ অনেক ভালো - ভালো পয়েন্ট শুনিয়েছি, এই জন্য খুব মনোযোগ দাও*। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনদের কল্যাণ করে চলো । যার ভাগ্যে আছে সে-ই উঠে দাঁড়াবে । শিব মন্দিরে গিয়ে ভাষণ দাও। শিববাবা নরক থেকে স্বর্গ বানাতে এসেছেন । অনেকেই এখানে (স্বর্গে) আসবে । মায়ার সাথে তোমাদের হল অনেক কঠিন লড়াই । অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা আজ নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়, তারপরে তারা হারিয়ে যায় । তোমরা তো জান যে পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন দুনিয়ায় গিয়ে পা রাখব । এই দিল্লি পরীস্থান হয়ে যাবে । এখন পরীস্থানে যাওয়ার জন্য শোভন সুন্দর ফুল হয়ে যাও । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ - অভিমান ছেড়ে বাবাকে অন্তরে অন্তরে এমন ভাবে স্মরণ করো যাতে যথা অন্তিম মতি তথা গতি হয় । স্মরণ দ্বারা বুদ্ধিকে সত্যযুগী (গোল্ডেন এজড) বানাতে হবে ।

২) কখনো নিজের মনমত বা মতভেদে পড়ে পড়াশোনা ছাড়া উচিত নয় । নিজের মুখ স্বর্গের দিকে রাখতে হবে । নরক ভুলে যেতে হবে।

বরদান :- মায়ার বা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন কার্টুন শো'-কে সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকা সন্তুষ্ট আত্মা ভবঃ

সঙ্গমযুগে বাপদাদার বিশেষ দান হল সন্তুষ্ট থাকা । সন্তুষ্ট আত্মার সামনে যতই নাড়িয়ে দেওয়া কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন, সেই পরিস্থিতিতে এমন অনুভব হবে যেন পুতুল নাচ (পাপেট শো) হচ্ছে । আজকাল কার্টুন শো'- এর ফ্যাশন চলছে । তাহলে যখনই যে কোনও পরিস্থিতি আসুক না কেন, এমন ভাবতে হবে যে, যেন বেহদের স্ক্রিনে কার্টুন শো' অথবা পুতুল নাচের প্রদর্শনী চলছে । মায়া বা প্রকৃতির এটা একটা প্রদর্শনী, যা তোমরা সাক্ষী স্থিতিতে স্থিত হয়ে, নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে, সন্তুষ্টতার স্বরূপে দেখতে থাকো — তবেই বলা হবে সন্তুষ্ট আত্মা ।

স্লোগান :- কোনো প্রকারের ত্রুটি বা ভুল (defect) থেকে দূরে থাকতে হবে তাহলেই নির্ভুল (perfect) হতে পারবে ।